Radio serial on **Climate Change and Global Warming**
Episode 16
Sea level change

‘শঙ্কা’

(এস. সি. এফ. এর পক্ষে **দেবব্রত নাথ**)

বিপ্রদাস রায় (৬২) - অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী

অমর মিত্র (৬১) - অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

বাদল দাস (৬০) - প্রাক্তন সেনা কর্মী

শক্তিপদ জানা (৫৫) - ব্যবসায়ী

মৌমিতা (২৪) - ছাত্রী, বিপ্রদাসের কন্যা

ছায়া (৫৬) - গৃহবধূ, বিপ্রদাসের স্ত্রী

দীপ (২৬) - বিপ্রদাসের পুত্র, বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত

দৃশ্য ১

বাড়ির বসার ঘর। নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজবে ব্যস্ত মিত্তির বাবু, দাস বাবু ও বাড়ির কর্তা রায় বাবু। কলিংবেলের আওয়াজ শোনা যায়।

বিপ্রদাস : ওই যে শক্তি বাবু এলেন মনে হয়।

অমর : আমারও সেটাই মনে হচ্ছে।

বাদল : কি করে বুঝলেন ?

অমর : আমি দেখেছি এক একজন মানুষের বেল বাজানোর কায়দা এক এক রকম।

বিপ্রদাস : মন্দ বলেননি..... সব ক্ষেত্রে মেলেনা যদিও, তবে আমিও খেয়াল করেছি কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটা আন্দাজ করা যায়.... মৌ দরজাটা একটু খুলে দাও মা।

মৌ (ভিতর থেকে) : যাই বাবা।

(সঙ্গীত)

শক্তিপদ (ঘরে ঢুকতে ঢুকতে) : ওফ কে বলবে মশাই এটা ডিসেম্বর মাস..... ঘেমে গেলাম এক্কেবারে এইটুকু পথ আসতে।

বিপ্রদাস : এটা ঠিকই বলেছেন, আমারও তো বেশ গরমই লাগছে।

বাদল : দিনকাল যে কি পড়ল.... ভাবা যায় ডিসেম্বর মাস, অথচ ছিটেফোঁটা শীতেরও দেখা নেই।

শক্তিপদ : কাগজে দেখছিলাম কি সব নিম্নচাপ টাপের জন্য নাকি শীতের এই দশা।

অমর : কারন তো অবশ্যই আছে... এমনি এমনি তো আর কিছু হয় না,.... আর যত দিন যাচ্ছে দূষণের ঠেলায় প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দ সব উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। তা আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?.... বসুন।

শক্তিপদ : দেখুন কান্ড, গরমের চোটে বসতেই ভুলে গেলাম নাকি... হা, হা, হা... তা বিপ্লব বাবু... বউ ঠাকুরানীর মেজাজটা একটু উষ্ণ মনে হলো, তা বাড়িতেও কি নিম্নচাপের প্রভাব চলেছে ?

বিপ্রদাস : যা বলেছেন মশাই... হা, হা, হা... নিম্নচাপের প্রভাব। হ্যাঁ, তা চলছে বই কি.... দিন দুয়েক হলো।

বাদল : এ আর নতুন কি ! সব বাড়িতেই তো কোন না কোন সময় লেগেই আছে। তা যদি অপরাধ না নেন, জানতে পারি কি বউ ঠাকুরানীর এত গোঁসার কারণ কি ?

শক্তিপদ : হ্যাঁ, বউ ঠাকুরানীর হাতের চা....আহ ! অমৃত... এই লোভেই তো ছুটতে ছুটতে আসা। তবে আজ মনে হয় ভাগ্য বিরূপ। চায়ের পর্ব তো শেষ দেখছি।

বিপ্রদাস : আরে ছি ছি। এক পর্বে কি শেষ হয় ? আমি বলছি এক্ষুনি। (দরজার কাছে দাঁড়িয়ে) মৌ মা, আমাদের একটু চা খাওয়া তো দেখি।

(সঙ্গীত)

(বাড়ির রান্নাঘর)

মৌ : মা... বাবা একটু চা চাইছে। শক্তি কাকু এসেছেন।

ছায়া (বিরক্ত হয়ে) : শক্তি কাকু এসেছেন, আদিখ্যেতা। তোমার বাবাকে বলো না হাত পুড়িয়ে চা টা করতে। উনি বসে বসে আড্ডা মারবেন আর খেটে মরব আমি।

মৌ : আহ মা... কি হচ্ছে ! সবাই শুনতে পাবে।

ছায়া : পাক শুনতে। আমার বয়ে গেছে। বিশেষ করে তোমার বাবার যত বয়স হচ্ছে দিন দিন ভীমরতি ধরছে।

মৌ : মা প্লিজ। আচ্ছা ছাড়ো, আমি বানাচ্ছি চা।

ছায়া : অনেক হয়েছে, সরে এসো। এই শেষবারের মত বানিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এসো। (কাপে চা ঢালতে ঢালতে) বুড়ো বয়সে ভীমরতি, বাড়ি কিনবে। আসুক দিপু বাড়ি, দেখাচ্ছি মজা। বাড়ি কেনা বার করছি।

মৌ : উফ মা... তুমিও পারো.. বলেছে বলেই কি বাবা বাড়িটা কিনছে ?

ছায়া : তুই চিনিস তোর বাবাকে। একবার যেটা মাথায় ঢোকে সেটাই করা চাই। এতগুলো বছর ধরে আমি এই সামলাচ্ছি।

মৌ : আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তো একটু শান্ত হও দয়াকরে। দাদা আসুক, তারপর দেখা যাক কি হয়। দাও দাও, ট্রে টা আমাকে দাও।

ছায়া : হ্যাঁ ধরো। আর এই বিস্কুট গুলো নাও। আমি আজ আর কোন খাবার বানাতে পারবো না।

মৌ : ঠিক আছে ঠিক আছে, দাও। খাবার বানাতে হবে না। (প্রস্থান)

(সঙ্গীত)

(বসার ঘরে মৌয়ের প্রবেশ)

মৌ : বাবা... তোমাদের চা।

শক্তিপদ (উঠে দাঁড়িয়ে) : হ্যাঁ হ্যাঁ ..এই যে আমাকে দাও। (চায়ের ট্রে নিতে নিতে) তা মৌ মা আছো কেমন ? পড়াশোনা কেমন চলছে ?

মৌ : ভালো আছি কাকু। পড়াশোনা চলছে ওই মোটামুটি। তা গত রবিবার তো আপনি এলেন না। আমরা কত মজা করলাম।

শক্তিপদ : আর কেন বল মা, আমি কি আর তোমার বাবা আর এই কাকুদের মত সুখি ? ব্যবসায়ী মানুষ কাজে আটকে গেলাম রোববার ? তবে আমিও খুব মিস করলাম গত রোববারটা ! সপ্তাহের এই একটা সন্ধ্যে তো বড় আনন্দে কাটে।

মৌ : ঠিক আছে কাকু, আপনারা কথা বলুন আমি একটু পরে এসে যোগ দেবো।

শক্তিপদ : হ্যাঁ, হ্যাঁ। এসো মা। (চেয়ারে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে) অসাধারণ ! কি স্বাদ চায়ের ! কোত্থেকে কেনেন বলুনতো চা পাতা টা ?

বিপ্রদাস : হা, হা। সে তো বলা যাবে না। ওটা সিক্রেট।

অমর : আরে বাবা, এ কি শুধু চা পাতার গুণ। এ হলো আমাদের বউ ঠাকুরানীর হাতের জাদু।

বিপ্রদাস : তা মন্দ বলেন নি।

শক্তিপদ : চায়ের স্বাদটা তো সেই একই আছে। তা বউ ঠাকুরানীর মেজাজটা খারাপ কেন ?

বিপ্রদাস : সে এক কাণ্ড মশাই।

বাদল : তা আমরা কি শুনতে পারি ?

বিপ্রদাস : নিশ্চয় শুনতে পারেন। গোপন তো কিছু নয়।

অমর : শোনান তা হলে।

বিপ্রদাস : সে এক মজার কাণ্ড, কেন বলেন মশাই !

শক্তিপদ : বলে ফেলুন, বলে ফেলুন, কৌতুহল বাড়াবেন না।

বিপ্রদাস : আমার অনেক দিনের শখ বুঝলেন.... চাকরিতে অবসরের পর কলকাতা থেকে দূরে, বেশ গাছগাছালি সবুজের মধ্যে একটা ছোট বাড়ি করার। এতগুলো বছর ধরে এই শহরে হাঁপিয়ে উঠেছি।

অমর : সে আর বলতে।

বিপ্রদাস : বিশেষ করে আজকাল যেন খুব দম বন্ধ লাগে। মাঝে মাঝে এত মানুষ, গাড়ি-ঘোড়া, চিৎকার ধোঁয়া-ধুলো..... মনে হয় এক্ষুনি পালাই।

অমর : সে তো আমারও মনে হয় পালাই। কিন্তু সে উপায় তো নেই।

বিপ্রদাস : স্থায়ীভাবে তো আমিও পারবো না পালাতে। ঘরবাড়ি ,পরিবার, পুত্র-কন্যা, কাজকম্মো, সবই তো এখানে। তাই ভেবেছিলাম একটু দূষণমুক্ত গ্রাম্য পরিবেশ, অথচ খুব দূরে নয় এরকম কোন জায়গায় যদি একটা ছোট বাড়ি পাই তাহলে বহু দিনের ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারবো।

শক্তিপদ : পেলেন তেমন কোনো বাড়ি ?

বাদল : বাড়ি কেন পাওয়া যাবে না ! খুঁজলে ঠিকই পাওয়া যাবে। কিন্তু শহরটা যে ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে ওরকম একটা পরিবেশ পেতে হলে কলকাতা থেকে অনেক দূরে যেতে হবে।

অমর : যা বলেছেন। এইতো কিছুদিন আগে বর্ধমানের গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম। অনেক বছর পর গেলাম। তো নামেই গ্রাম। সেখানেও তো সেই একই অবস্থা। রাশি রাশি মানুষ, গাড়ি ঘোড়া, আর বাড়ি ঘরদোর। হ্যাঁ, কলকাতার মত এত খারাপ অবস্থা হয়তো নয়। কিন্তু খুব যে একেবারে নিষ্কলুষ প্রকৃতি চারপাশে তা তো মনে হয় না।

বিপ্রদাস : সে তো ঠিকই। সারা পৃথিবীটাই তো বিষিয়ে উঠেছে। সে সুন্দরবন বা আমাজনের জঙ্গলে হোক, আর দক্ষিণ মেরুর বরফ রাজ্যে হোক। মানুষের অত্যাচারে সব জায়গার অবস্থাই তো কম-বেশী আশঙ্কাজনক।

অমর : পৃথিবীটা টিকলে হয়।

বিপ্রদাস : যা বলেছেন। তা এসব ব্যাপার তো আমার মাথায় অবশ্যই আছে। তাই ভেবেছিলাম অন্তত কলকাতা শহরের থেকে একটু ভালো বাতাস পাব, একটু গাছপালার সবুজ পাব, একটু নীল আকাশ পাবো, এরকম কোন জায়গায় ছোট একটা বাড়ি পেলে...

শক্তিপদ : খুঁজুন, খুঁজুন। ঠিক পাবেন। বললে আমিও খোঁজখবর করতে পারি।

বিপ্রদাস : খোঁজ একটা পাওয়া গেছে।

বাদল : পেলেন কোথায় ?

বিপ্রদাস : দীঘা।

অমর : দীঘাতে !

বিপ্রদাস : হ্যাঁ। আমার বড় শ্যালক খোঁজ এনেছে। তার সেখানে হোটেলের ব্যবসা।

শক্তিপদ : নতুন দীঘা ?

বিপ্রদাস : হ্যাঁ। নতুন দীঘায়। সমুদ্রের কাছাকাছি। তা ধরুন হেঁটে গেলে মিনিট পনেরো দুরেই সমুদ্র। বেশ গাছপালা ঘেরা ছোট্ট একটা বাড়ি। আশপাশটাও বেশ ফাঁকা। হোটেল বা লজগুলোর থেকে একটু দূরে বেশ মনোরম জায়গা। বাড়িটার ছাদে বসলে সমুদ্রের হাওয়া টের পাওয়া যায়।

অমর : আপনি দেখেছেন ?

বিপ্রদাস : দেখেছি মানে স্বচক্ষে ? এইতো বুধবার ফিরলাম দীঘা থেকে। বাড়ির মালিকের সাথেও প্রাথমিক কথাবার্তা হল কিছুটা।

শক্তিপদ : কিনে ফেলুন মশাই। দেরি করবেন না। ওরকম জায়গায় বাড়ি দারুন ইনভেস্টমেন্ট ?

অমর : ব্যবসায়ীদের এই এক সমস্যা মশাই। সবকিছুতে ইনভেস্টমেন্ট।

শক্তিপদ : হা হা হা। তা মন্দ বলেননি।

বাদল : এ তো খুব ভালো কথা।

বিপ্রদাস : আর ভালো কথা। এই নিয়েই তো গোল বেঁধেছে। শ্রীমতীর মুখ ভার।

অমর : কেন? কেন? বউ ঠাকুরানীর আপত্তিটা কিসে !

বিপ্রদাস : আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। উনার বক্তব্য হলো, সমুদ্র থেকে এত কাছে বাড়ি মোটেই নিরাপদ নয়। তিনি নাকি কোথায় পড়েছেন আর আলোচনা শুনেছেন, দূষণ, উষ্ণায়ন এসবের ফলে সমুদ্রের জলস্তর খুব দ্রুত বাড়ছে। আর অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রের কাছাকাছি অনেক জায়গা প্লাবিত হওয়ার ঘোরতর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অমর : আরে, এটা তো আমিও ভেবে দেখি নি। তবে বউ ঠাকুরন ভুল খুব একটা বলেননি।

শক্তিপদ : বলেন কি !

অমর : হ্যাঁ, বউ ঠাকুরণ ঠিকই বলেছেন। তবে দীঘাতে ঘটবেই এবং খুব তাড়াতাড়ি ঘটবে এটা ঠিক না হলেও আশঙ্কাটা একেবারে অমূলক নয়।

বাদল : আপনি তো শিক্ষক মানুষ। যদি এ বিষয়ে আমাদের আরও একটু বুঝিয়ে বলেন....

অমর : শিক্ষক হলেও এটা তো আমার বিষয় নয়। নিতান্ত কৌতুহলের বশে এ সম্পর্কে কিছুটা পড়াশুনা করে যা বুঝেছি পরিস্থিতি যথেষ্ট আশঙ্কাজনক।

শক্তিপদ : যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।

অমর : তথ্যগুলো তো আমি এই মুহূর্তে বলতে পারব না।

বিপ্রদাস : আপনি তথ্য ছাড়াই বলুন না। আমাদের কাছে বিষয়টা তো এক্কেবারে নতুন।

অমর : তথ্য ছাড়া এই বিষয়টাকে বোঝানো মুশকিল।

বাদল : কোন মুশকিল নয়, বলুন। আমরা ব্যাপারটা শুনতে চাই।

অমর : হ্যাঁ, চেষ্টা করছি। বিষয়টা অনেকের কাছেই নতুন। আপাতভাবে অবিশ্বাস্য।

বিপ্রদাস : আমিও তো মশাই সেই দলের।

বাদল ও শক্তিপদ (সমস্বরে) : আমরাও।

অমর : এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে, গত ১০০ বছরে পৃথিবী জুড়ে সমুদ্রের জলস্তর গড়ে প্রায় ১৮ সেন্টিমিটার বেড়েছে। আর যতদূর মনে আছে, ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত জলস্তর বেড়েছে গড়ে প্রায় ৭.৫

সেন্টিমিটার।

বাদল : এটা কি প্রমাণিত ?

অমর : অবশ্যই !

বিপ্রদাস : এটা কিভাবে মাপা হয় ?

অমর : পদ্ধতিটা বেশ জটিল। তবে সাধারণভাবে বললে বলতে হয় কৃত্রিম উপগ্রহ ও tide gauge নামে এক ধরনের যন্ত্র দিয়ে এটা করা হয়। ১৯২ সাল থেকে topex/Poseidon actimatric satellites গুলোর সাহায্যে খুব সূক্ষ্ম এবং সঠিকভাবে এই পরিমাপ করা হচ্ছে।

শক্তিপদ : সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে এটা বোঝা গেল। কিন্তু এটার কারণ কি দূষণ ?

বাদল : আমার মনে হয় উষ্ণায়নের একটা ভূমিকা আছে।

অমর : আপনারা দুজনেই ঠিক। কিন্তু বিষয়টা ঠিক এতটা সরল নয়।

বিপ্রদাস : মানে ?

অমর : সমুদ্রের সম্প্রসারণ, হিমবাহ গুলোর গলে যাওয়া, আর সমুদ্রের জলের উষ্ণতার পরিবর্তন, সহজ করে বলতে গেলে এইসব কারণে সমুদ্রের জলস্তরের পরিবর্তন হয়। মজার ব্যাপার হলো যে, সমুদ্রের জলের খুব সামান্য উষ্ণতা বৃদ্ধি--- ধরা যাক 0.0১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি, যেটা আপাতদৃষ্টিতে খুব তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু সেটাই পৃথিবী জুড়ে মোটামুটি ১0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে।

বাদল : সর্বনেশে কান্ড! এসব কি প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার জন্য হচ্ছে ?

অমর : প্রকৃতির জগতে খামখেয়ালিপনা বলে কিছু নেই। সবই ছন্দে চলে সেখানে। মানুষের কার্যকলাপই প্রকৃতিকে খামখেয়ালি করে তুলছে। যেমন এক্ষেত্রে, মানে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে, অরণ্য নিধন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সদর্থক ভূমিকা আছে।

বিপ্রদাস : প্রলয় তাহলে ধেয়ে আসছে।

অমর : একটা বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত যে, উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রিত হলেও পরবর্তী কয়েক শতাব্দী জুড়ে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে চলবে।

শক্তিপদ : সব তো তাহলে ডুববে!

অমর : ব্যাপক হারে প্লাবন ও অনেক জনপদে,র বিশেষ করে সমুদ্রতীরবর্তী অনেক শহর যেমন, ভেনিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক-এর মত শহরগুলোর ক্ষেত্রে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে বাংলাদেশ, চিন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম আর ভারত -- এইসব এশীয় দেশগুলোর যেখানে সমুদ্র নিকটবর্তী ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা বেশি সেখানে বিপদের আশঙ্কাও অনেক বেশি। মিয়ামি শহর তো বিপদের ক্ষেত্রে এক নম্বরে আছে।

বাদল : এ তো খুব ভয়ংকর কথা !

অমর : অবশ্যই। তবে সারা দুনিয়া জুড়ে সব সমুদ্রের জলস্তর যে একই ভাবে বাড়ছে বা বাড়বে তা নয়। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক অনেক বিষয় আছে যা তারতম্য ঘটাবে। বিপদ ঘুরছে এটা ঠিকই, তবে হাল ছেড়ে দেওয়া আমাদের উচিত নয়। আজ উঠি। রাত হল।

শক্তিপদ : বিপ্রবাবু, তা বলে আপনি বাড়িটা এখনই হাতছাড়া করবেন না যেন।

বিপ্রদাস : না না। মালিকের সাথে আমার কথা হয়েছে। আমি দিন পনের সময় চেয়েছি।

অমর : আজ তাহলে ওঠা যাক।

বাদল : হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে আসি বিপ্রবাবু।

বিপ্রদাস : হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন। পরের রবিবার দেখা হবে।

শক্তিপদ : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। চলুন, অমরবাবু, বাদল বাবু।

অমর : হ্যাঁ চলুন।

(সঙ্গীত)

দৃশ্য ২

(বাড়ির খাবার ঘর--- টেবিলে নৈশাহারে ব্যস্ত বিপ্রদাস ছায়া, দীপ ও মৌমিতা)

দীপ : আহ ! চিংড়ি মাছটা যা রেঁধেছ না মা। উফ ! কতদিন পর যে বাড়ির খাবার খেতে পেলাম।

ছায়া : আরেকটু চিংড়ি মাছ দিই তোকে ?

দীপ : না না মা, আর পারব না।

মৌ : দাদা, ওখানে খাওয়ার ব্যবস্থা কেমন ছিল ?

দীপ : ব্যবস্থাপত্র ভালোই ছিল। অঢেল খাবার। কিন্তু বড্ড মসলাদার।

ছায়া : বহুজাতিক কোম্পানি বলে কথা। সবই রাজকীয়, নাকি বল ?

দীপ : তা বলতে পারো। তবে কি জানো মা, পদে পদে এত আদব-কায়দা ভালো লাগে না। নিজেকে কেমন একটা মেশিন বলে মনে হয়।

বিপ্রদাস : এদের কাজটাই তো তাই। সারা দুনিয়াটাকে পুতুল বানানো।

দীপ : যা বলেছ। তা বাবা, মা বলছিল তুমি নাকি দীঘায় বাড়ি কিনতে চাইছ ?

বিপ্রদাস : ও, এর মধ্যেই তোমাকে শোনানো হয়ে গেল ?

দীপ : সে তো এখন নয়। মা তো বুধবারেই ফোনে বলেছে।

বিপ্রদাস : বলিহারি ! ছেলেটা বাইরে ছিল কাজের মধ্যে। ওখানে ফোন করে ওর মাথাটা খারাপ করতে হলো ?

দীপ : না, না, বাবা। মাথা খারাপের কিছু নেই। মার চিন্তা হচ্ছে বলেই তো আমাকে বলল।

বিপ্রদাস : তোমার মার তো ওই একটাই কাজ। সেই বুধবার থেকেই বাড়ি মাথায় তুলেছে।

মৌ : দাদা আমার তো খুব ইচ্ছে বাড়িটা কেনা হোক। উফ, দারুণ ব্যাপার হবে। বন্ধুদেরকে বলবো দীঘায় আমাদের নিজেদের বাড়ি আছে; আমরা হোটেলে ফোটেলে থাকি না।

ছায়া : তুমি ওই আনন্দে থাকো।

মৌ : ওই দেখ দাদা, মা প্রথম থেকে বাধা দিচ্ছে। আচ্ছা, তুই বল, সমুদ্র থেকে তো বেশ দূরে বাড়িটা, বাবা বলল। আর মা বলে কি না কিছু বছরের মধ্যেই নাকি

সমুদ্দুর ফুলে-ফেঁপে সব ভাসিয়ে দেবে। সিরিয়াল দেখে দেখে মা'র মাথাটা গেছে।

দীপ : দেখ, মা যখন প্রথম বলল আমারও তোর মতন মনে হয়েছিল। কিন্তু এ কদিন যখনই সময় পেয়েছি একটু পড়াশোনা করে দেখলাম... মা খুব একটা আজগুবি কিছু ভাবছে না।

বিপ্রদাস : তুমি কি বলতে চাইছো মার আশঙ্কাটা অমূলক নয় ?

দীপ : মা হয়তো একটু বেশি ভয় পাচ্ছে। কিন্তু সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়া আর তার ফলে সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গাগুলো প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা-- এটা এখন প্রমাণিত সত্য।

ছায়া : শুনছো তো? শোনো এবার বাপ বেটি।

মৌ : বলিস কিরে দাদা ? দীঘা থাকবে না ? অন্য সুন্দর জায়গাগুলো—পুরি, কোভালাম, গোয়া-- কী হবে ?

বিপ্রদাস : তোমার অমর কাকুও এরকম কিছু বলছিল। তা ব্যাপারটা আমাদের একটু বুঝিয়ে বলো দেখি।

মৌ : একটু সহজ করে বলিস। তোরা ইঞ্জিনিয়ারেরা এত জটিল করে বলিস না...

দীপ : বলছি বলছি। তুই মালদ্বীপের নাম শুনেছিস ?

মৌ : শুনিনি আবার! অফ! স্বর্গ স্বর্গ! চাকরি একটা পাই.. ওখানে আমি যাবই।

দীপ : তাহলে একটু তাড়াতাড়ি চাকরি খোঁজ।

মৌ : মানে !

দীপ : ২১০০ সালের মধ্যে মালদ্বীপ আর মানুষের বাসযোগ্য থাকবে না।

মৌ : কী হবে ? ডুবে যাবে নাকি ?

দীপ : সম্ভাবনা প্রবল।

বিপ্রদাস : বলিস কিরে !

দীপ : সলোমন দ্বীপপুঞ্জের পাঁচটা দ্বীপ এর মধ্যেই ভ্যানিশ।

মৌ : জলের তলায় ?

দীপ : ইয়েস ম্যাডাম।

ছায়া : হয়েছে তো আমাকে পাগল বলা ? দেখো। আমার সোনা ছেলেটা কত জানে !

মৌ : দাদাটা কার দেখতে হবে তো।

বিপ্রদাস : উফ, তোমরা একটু চুপ করবে ? তা এসবের কারণ কি ওই একই দূষণ ?

দীপ : বলছি বলছি। চলো হাত মুখ ধুয়ে ঘরে বসা যাক।

বিপ্রদাস : চলো।

(সঙ্গীত)

(বাড়ির বসার ঘর)

বিপ্রদাস : বলতো এবার ব্যাপারটা খোলসা করে। তোমার মা কোথায় ?

মৌ : মা আসছে... ওই যে এসে পড়েছে।

ছায়া : বললাম না আমি রেডিওতে এটা নিয়ে আলোচনা শুনেছি ? বলতো বাবা একটু সহজ করে।

দীপ : হ্যাঁ বলছি। মৌ আমার ট্যাবটা একবার আন্ত ওই ঘর থেকে।

মৌ : হ্যাঁ আনছি।

বিপ্রদাস : ট্যাবে কী আছে ?

দীপ : আমি কিছু তথ্য ওখানে জমা করে রেখেছি।

বিপ্রদাস : ও আচ্ছা।

মৌ : এই নে দাদা, তোর ট্যাব।

দীপ : হ্যাঁ এই যে শোনো।

বিপ্রদাস : এক মিনিট।

দীপ : হ্যাঁ বলো।

বিপ্রদাস : তোমার অমল কাকু আজ এ বিষয়ে কিছু কথা বলছিলেন। মানে সমুদ্রের

জলস্তর বাড়ছে, এটা প্রমাণিত সত্য। আর তার কিছু কিছু কারণ এখন আমি জানতে চাইছি। এর ফলে কী ঘটতে পারে ?

দীপ : অমর কাকু বেশ খোঁজ খবর রাখেন। হ্যাঁ বলছি। ফলাফল কী হতে পারে... ট্যাবটা তাহলে আর এখন লাগবে না।

মৌ : বাঁচা গেল। তোদের কথা মানেই রাজ্যের তথ্য আর পরিসংখ্যান।

ছায়া : তুই থাম না মৌ।

দীপ : ঠিক আছে। তো হ্যাঁ, ফলাফল কী হতে পারে--- সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের ভূমিক্ষয়, প্লাবন, সম্পত্তি ও বাসস্থানের ক্ষতি, বন্যার আশঙ্কা, প্রাণহানির আশঙ্কা, সুনামি, সামুদ্রিক ঝড়, কৃষি কাজের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারে প্রভাব, সমুদ্র উপকূলবর্তী বাস্তু তন্ত্রের পরিবর্তন।

মৌ : বাব্বা ! এতো লম্বা তালিকা।

দীপ : আরো আছে।

ছায়া : আরো।

দীপ : হ্যাঁ, আরো যেমন পর্যটন ও জলপথ পরিবহনের ক্ষতি আর এর কুপ্রভাব পড়বে অর্থনীতিতেও।

মৌ : ওহ আমি তো এখনো কোভালাম বা গোয়া কোনটাই দেখিনি।

দীপ : সব উপকূলবর্তী অঞ্চল যে সমান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা ভাবা ঠিক হবে না তবে আশঙ্কা যে বাড়ছে এটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ছায়া : আচ্ছা, এটা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

দীপ : উষ্ণায়ন বা সেই জনিত জলবায়ু পরিবর্তন যতটা ঘটেছে সেই ক্ষতি সম্ভবত আর পূরণ করা সম্ভব নয়, তবে উষ্ণায়ন রক্ষার চেষ্টা যে কোনো মূল্যে আমাদের করতে হবে।

মৌ : দূষণ কমিয়ে।

দীপ : হ্যাঁ অবশ্যই। তবে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধিজনিত বিপদ আটকানোর উপায় আছে।

বিপ্রদাস : কী সেটা ?

দীপ : দেখি মৌ, এবার একবার ট্যাবটা।

মৌ : এই নে।

দীপ : কোথায় রাখলাম দেখি। হ্যাঁ, এই যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়া, যেমন প্রয়োজন অনুযায়ী বিপদসংকুল এলাকা থেকে জনবসতি ও পরিকাঠামো স্থানান্তরিত করা, নতুন নির্মাণ বা উন্নয়ন বন্ধ কর, অথবা নতুন ধরনের কৃষি পদ্ধতি যা লবণাক্ত মাটিতে প্রয়োগ করা যায় তার ব্যবহার, নতুন গৃহনির্মাণ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া, আর অবশ্যই উপকূলবর্তী এলাকাগুলো কে সুরক্ষিত করতে প্রাচীর বা বাঁধ তৈরি করা, যেমন নেদারল্যান্ডস দেশে করা হচ্ছে আগে থেকেই। এই ব্যবস্থাগুলো নিলেই সম্পত্তি ও প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই আটকানো যেতে পারে।

বিপ্রদাস : বাস্তুতন্ত্র আর জীবজগতেরও তো আশঙ্কা আছে।

দীপ : অবশ্যই। উপকূলবর্তী অনেক বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই আরও ক্ষতির প্রবল সম্ভাবনা আছে। ম্যানগ্রোভ অরণ্য, প্রবাল দ্বীপ— এগুলোরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে বা হবে। কিছু প্রাণী উপকূল থেকে দূরে সরে এসে হয়তো মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

মৌ : অভিযোজন

দীপ : হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। কিন্তু অনেক প্রাণীই প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি বাধা পেরিয়ে উঠতে পারবে না। তখন তাদের বিলুপ্তি নিশ্চিত।

ছায়া : ইস।

বিপ্রদাস : তার মানে উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে লড়াইটা আসল রক্ষাকবজ।

দীপ : একদম ঠিক।

ছায়া : তাহলে বাড়ি কেনাটা বাতিল ?

দীপ : মা, এক্ষুনি এতটা ভয় না পেলেও চলবে।

ছায়া : মানে ?

দীপ : মানে চলো আমার এখন ছুটি আছে, কাল বেড়িয়ে পড়া যাক। দেখেই আসি না বাড়িটা একবার।

মৌ : হুর রে !

বিপ্রদাস : তাহলে চলো, এবার সবাই ঘুমোতে যাই। কাল তো আবার বেরুতে হবে।

ছায়া : আমার কি সে উপায় আছে ? চলো দেখি, তোমাদের ব্যাগ গুছিয়ে ফেলি।

বিপ্রদাস, মৌ, দ্বীপ (সমস্বরে) : হা হা হা.....

(সঙ্গীত)

সমাপ্ত